৭৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23-OCT-1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পাবলিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, দেশের বর্তমান পাবলিক পরীক্ষা (এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি,) পদ্ধতিতে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এই লক্ষ্যে প্রথমেই প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিয়া বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডগুলির পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই এই নূতন পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের সংস্কার সম্পর্কে দেশের সকল স্কুল-কলেজের প্রধানদিগকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হইতেই এই নূতন নিয়ম কার্যকর হইবে।

এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি'র মত গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য যে কোন উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। ইতিপূর্বে 'প্রশ্ন ব্যাংক' নামক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি তুলিয়া দিয়া তেমনি একটি প্রশংসনীয় কাজ করা হইয়াছিল। বর্তমানেও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উহার কাঠামোগত দিক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সঙ্গে প্রশ্নপত্রের সম্পর্ক, প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত নূতন ব্যবস্থাসমূহ পজিটিভ ফলাফল আনিবে বলিয়া আশা করা যায়। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে আমরা দুইটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমতঃ ইতিমধ্যেই এস, এস, সি'তে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি হইবার পদ্ধতি চালু হইয়াছে। অথচ দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র অভিন্ন করার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে চারটি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয়তঃ এস, এস, সি, পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য 'প্রশ্ন ব্যাংক' পদ্ধতি বাতিল করা হইয়াছে। ফলে পরীক্ষার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহার পরও একটি দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে। নৈর্ব্যক্তিক অংশে একটি প্রশ্নের জন্য চারটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে যে কোন একটিতে শুধু টিক্ চিহ্ন দিতে হয়। এমতাবস্থায় বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী উত্তর সঠিক হইলে 'এক' নম্বর দেওয়া হয়। কিন্তু ভুল হইলে কোন নম্বর কাটা যায় না। ইহাতে 'অন্ধকারে ঢিল' মারিয়া 'ফাও' নম্বর পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। তাই ভুল উত্তরের জন্য ১ অথবা ½ নম্বর কর্তনের ব্যবস্থা করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এম, সি, কিউ, পদ্ধতিতে পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কর্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নম্বর কর্তনের নিয়ম পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিষয় দুইটি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিবেন, ইহাই প্রত্যাশা।